প্রথম সাক্ষাৎকার
৩০শে নভেম্বর ২০১৬, বারডম হাসপাতাল, ঢাকা
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: ওয়ালিদ হাসান রাজীব

প্রশ্ন: আপনার জন্ম, বেড়ে ওঠা, মানে শৈশবের কথা জানতে চাই।

আবদুস সালাম: আমার জন্ম ১৯৪৯ সালের ২৯শে নভেম্বর। মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা থানার দেবীপুর গ্রামে। ওই গ্রামেরই এক প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনার হাতেখড়ি। প্রাথমিক শেষও করি ওই স্কুল থেকে। গ্রামটা ছিল বেশ ছিমছাম। সে গ্রামের পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে গেছে। নদীটি পদ্মা থেকে বের হয়ে আবার পদ্মাতে গিয়ে পড়েছে। নদীর নাম এ মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। অনেকদিন আগের ঘটনা তো! ওই গ্রামে আমি ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ছিলাম।

প্রাইমারি পাশ করলে ভগবানগোলা থানা শহরের এক হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছি। তারপর ১৯৬২ সালে সেখান থেকে রাজশাহীতে চলে যাই। সেখানকার এক স্কুলে [তৎকালীন কায়েদে আজম উচ্চ বিদ্যালয় এবং এখনকার রানীনগর মডেল হাইস্কুল] ভর্তি হই এবং ১৯৬৫ সালে মেট্রিক পাশ করি।

প্রশ্ন: আপনার মুর্শিদাবাদ ছেড়ে আসার কারণ কি ছিল?

আবদুস সালাম: সে সময় ওই এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছিল। পরিবার থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আমাকে রাজশাহীতে নানার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। মুর্শিদাবাদে আমার আত্মীয়-স্বজন সবাই থাকত, সেখানে কিছু জমিজমাও ছিল আমাদের। পরে আমি রাজশাহীতে যাওয়ার তিন বছর পর ১৯৬৫ সালে আমার পুরো পরিবার জমিজমা সমস্ত বিক্রি করে, রাজশাহী চলে গিয়েছিল।

যখন চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ি তখন থেকে মূলত আমার পড়া শুরু হয়। পড়তে থাকি নানারকম গল্পের বই। আরো পড়েছি ক্লাশের বাইরের নানারকম বই-পত্র। ছোটবেলায় খেলাধুলা খুব কম করা হয়েছে আমার। তাও কিছু কিছু খেলেছি। খেলতাম ব্যাডমিন্টন, হাডুডু -- সে সময় হাডুডু খুব চালু খেলা ছিল। কিন্তু আমার ঝোঁক ছিল পড়ার দিকে।

হাইস্কুলে পড়ার সময়, তখন সম্ভবত আমি সপ্তম শ্রেণিতে পড়ি, স্কুলের সিনিয়র ছাত্রদের সাথে খাদ্য বিলি করার কাজে জড়িয়ে পড়েছিলাম। তখন এক আইন ছিল যে, এক জেলার খাদ্যশস্য অন্য জেলায় নেওয়া যাবে না। ফলে জেলায় জেলায় শুরু হয় খাদ্যাভাব। বিভিন্ন সংগঠন ওই আইনে প্রতিবাদ শুরু করে। ছাত্র-যুবকরা খাদ্যশস্যবহনকারী ট্রাক আটকে দিত। তো যখন এভাবে ট্রাকে করে খাদ্য আসত, তা আটক করা হত। তখন স্কুলের ছাত্রদের ওপর খাদ্য বিলি করার দায়িত্ব থাকত। ওইসব সিনিয়র ছাত্রদের মধ্যে ছাত্র ফেডারেশনের [অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট ফেডারেশন] ছেলেরা ছিল।আমাকে দেখে, আমার কাজ দেখে, তারা আমাকে তাদের দলে কাজ করার জন্য পিক [সাথে নিল] করল। তারা প্রথমে পাঠচক্রে যাওয়ার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানাল। মূলত, ঐ পাঠচক্রে যাওয়ার মধ্যে দিয়েই আমার রাজনীতির পথে যাত্রা শুরু হয়।

প্রশ্ন: পরিবারের মধ্যে আপনি কেমন ছিলেন? শৈশবের দিনগুলো কেমন ছিল?

আবদুস সালাম: আমরা সাত ভাই, তিন বোন। আমি ভাইবোনদের মধ্যে সবার বড়। মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবারেই বড় হয়েছি। বলা যায় গ্রামের প্রতিপত্তিশালী পরিবারের সন্তান ছিলাম, বড় হয়েছি একান্নবর্তী পরিবারে। আমার বাবার নাম জালালউদ্দিন আহমেদ, মায়ের নাম তানজিলা আহমেদ। বাবা পেশায় ব্যবসায়ী ছিলেন, করতেন পাটের ব্যবসা। এছাড়া আমাদের জমিজমার পরিমাণ ছিল বেশ ভালোই, তিনি সেসবও দেখাশোনা করতেন। আর রাজনীতিতে তিনি ছিলেন কংগ্রেসপন্থী। বেশ লম্বা সময় ধরে তিনি গ্রামপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

আমার বড় চাচা করতেন মুসলিম লীগ। সে সুবাদে বলা যায় পুরো পরিবারেই রাজনীতির একটা আবহ ছিল। সেই কারণে ছাত্র ফেডারেশনের ছেলেরা আমাকে যখন তাদের সঙ্গে কাজ করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল, তখন আমিও তাদের কাছে তাদের সংগঠনের কাগজ-পত্র চেয়েছিলাম পড়ার জন্য, তাদের আমন্ত্রণে পাঠচক্রে গিয়েছিলাম। এসব পড়েশুনে, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে, আমার চিন্তার বিকাশ হতে শুরু করে। কিন্তু ঐ মূহুর্তে, ১৯৬২ সালে, আমাকে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে চলে যেতে হলো রাজশাহীতে।

প্রশ্ন: তার মানে, আপনার পাঠচক্রে যোগদানের এক বছরের মাথায় আপনাকে রাজশাহীতে চলে যেতে হয়েছিল।

আবদুস সালাম: রাজশাহীতে গিয়ে প্রথমে স্কুলে ভর্তি হলাম, তারপর খেয়াল করলাম স্কুলে ছাত্র ইউনিয়নের লোকজন গোপনে ঘোরাফেরা করে। স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমি নিয়মিত অংশগ্রহণ করতাম। ফলে স্কুলে আমার রোল [পটুতা] দেখে তারাই আমাকে খুঁজে বের করল। তাদের সাথেও দ্রুত আমার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। খুব তাড়াতাড়ি আমি রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম। ফলে ১৯৬৫ সালেই আমি হয়ে গেলাম ছাত্র ইউনিয়নের রাজশাহী জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক। ততদিনে রাজনীতিতে আমার চিন্তা-চেতনা, লেখাপড়া অনেক দূর এগিয়ে গেছে, স্বাধীনভাবে বুঝতে শুরু করেছি।

প্রশ্ন: রাজনীতি সম্পর্কে সচেতনতা কি আপনার সপ্তম শ্রেণি থেকেই শুরু?

আবদুস সালাম: কার্যত সেটা হয়েছিল ছাত্র ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হওয়ার পর থেকে। প্রথমত ছাত্র ফেডারেশন আমাকে রাজনীতি করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তারা তো ছিল কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র ফ্রন্ট। ফলে তাদের সঙ্গে ছাত্র ইউনিয়নের মিল রয়েছে। তাই রাজশাহীতে গিয়ে আমি ছাত্র ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ি। ছাত্র ইউনিয়ন যখন বিভক্ত হয় ১৯৬৫ সালে, তখন প্রথম আমি সচেতন হয়ে রাজনীতিতে নামি। মূলত তখন থেকেই বামপন্থী রাজনীতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা নিজস্ব ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

অধ্যয়ন তখন এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে যে রাজনীতিকে আমি অনুধাবন করতে পারছিলাম। ফলে যখন ছাত্র ইউনিয়ন বিভক্ত হলো, বিভক্তির কারণ তখন আমার মনে একটা নতুন চিন্তার জন্ম দিল। তখন আমার মনে প্রশ্ন এল ছাত্র ইউনিয়ন তো কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন। এ সংগঠনে যদি এমন দুর্বল অবস্থা হয়, তো কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থা কী! দেখা গেল কমিউনিস্ট পার্টিও বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। আমি অনুধাবন করলাম, বিভক্ত হওয়াটা যুক্তিসঙ্গত নয়। সে সময় পার্টির ভেতর থেকে যে সমস্ত প্রশ্ন এসেছিল, পার্টির ভেতরেই তার মীমাংসা হতে পারত; এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হতে পারত। তা না করে পার্টিটাই ভাগ হয়ে গেল! আর ওই উপলব্ধির কারণে আমি ছাত্র ইউনিয়নের কোনো অংশেই গেলাম না।

ছাত্র সংগঠনে থাকার সময়ই আমাকে পার্টির পাঠচক্রে নেওয়া হয়। পার্টি সম্পর্কে পড়াশোনার পর এ বিষয়ে এক প্রাথমিক ধারণা তৈরি হয়। তাই পার্টিতে যোগ দেওয়ার ডাক আসলেও তাতে যোগ দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিনি।

বিভক্তির সময় আমি ছিলাম রাজশাহী জেলা শাখার ছাত্র ইউনিয়নের অফিস সেক্রেটারি। তখন দুই গ্রুপই আমাকে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আমি কোনো গ্রুপে না গিয়ে, সেখান থেকে বেরিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা ও কাজ করতে থাকি।

১৯৬৭-৬৮ সালের দিকে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে আমরা প্রগতিশীল ছাত্র মৈত্রী নাম দিয়ে একটা স্থানীয় ছাত্র সংগঠন করছিলাম। ওই সময় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি এবং পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে আমি অনুধাবন করি যে, পার্টির ভুলভ্রান্তি বা বিচ্যুতির কারণে তা ভেঙ্গে যাওয়া ঠিক নয়। ব্যাপারটা আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়নি।

প্রশ্ন: আপনার বাবা তো কংগ্রেস পার্টি করতেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আপনার রাজনীতির শুরুটা হয়েছিল বামপন্থী রাজনীতি দিয়ে। এমনটা কেন হলো, আপনি তো কংগ্রেস পার্টিতেও যোগ দিতে পারতেন।

আবদুস সালাম: যেহেতু ছোটবেলাতেই ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল, তাদের পাঠচক্রে নিয়মিত যাওয়া হতো, তাদের কথাবার্তা শোনা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে আমার সামনের দিকে যাওয়া শুরু হলো, তাই রাজনীতির অধ্যয়নটাও তাদের মধ্যে দিয়েই হয়েছিল। আর অন্য কোনো সংগঠনও আমাকে পিক করার জন্য আসেনি। তখন কংগ্রেসের কোনো ছাত্র সংগঠন ছিল কি না, সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। আমি তার প্রয়োজনও বোধ করিনি। কারণ কংগ্রেসের কোনো নেতা আমাকে এমনভাবে প্রভাবিত করেননি যে আমি তাদের রাজনীতি করতে আগ্রহী হব। রাজনীতি করতে কেউ আমাকে উৎসাহ দেয়নি, কেউ নিষেধও করেনি যে, কেন আমি ছাত্র ফেডারেশন করছি। এ ব্যাপারে ছাত্র ফেডারেশন ছাড়া আর কারো কোনো ভূমিকা ছিল না।

প্রশ্ন: ছোটবেলায় কেমন ছিলেন, দুষ্ট ছিলেন না শান্তশিষ্ট ছিলেন?

আবদুস সালাম: (হেসে বললেন) না তেমন দুষ্টও নয়, আবার একেবারে শান্ত ছিলাম তাও নয়। নদীতে খুব সাঁতার-টাতার কাটতাম। মাছ ধরতে ভালোবাসতাম। গ্রামের আট-দশটা ছেলের মতোই আমার শৈশব কেটেছে।

প্রশ্ন: কোনো বিশেষ ঘটনা কি আপনাকে রাজনীতিতে যুক্ত হতে উৎসাহিত করেছিল?

আবদুস সালাম: না, কোনো বিশেষ ঘটনা নয়। ওই যে বললাম খাদ্য বিলি করা হয়েছিল সেসব জনগণের মধ্যে, যারা খাবারের অভাবে কষ্ট পাচ্ছিল! ছাত্রাবস্থায় তখন মনে হয়েছিল, একটা ভালো কাজ করছি। বুঝছিলাম, প্রতিবাদ যে করছি, সেটা সরকারের পলিসির বিরুদ্ধে। যা হোক, ওই ঘটনাটা আমাকে আলোড়িত করেছিল। মনে হয়েছিল যে সাধারণ মানুষের জন্য আমাকে কিছু একটা করতে হবে।

প্রশ্ন: আপনার পরিবার কি খুব রক্ষণশীল ছিল?
আবদুস সালাম: না, খুব রক্ষণশীলও বলা যাবে না আবার খুব উদারও বলা যাবে না। আমার পরিবার ছিল গ্রামের উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের যে রকম দাপট

থাকে, সেরকম। তবে বলা যায় পরিবারের মধ্যে একটা অসাম্প্রদায়িক আবহ ছিল। কারণ হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের জমিজমা-চাষাবাদ সংক্রান্ত একটা সম্পর্ক ছিল। বলা চলে, তাদের সঙ্গে বেশ ভালো একটা সম্পর্ক ছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা উচ্চবিত্ত ছিল, তাদের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল।

প্রশ্ন: শৈশবে আপনার হিরো বা আদর্শ ব্যাক্তিত্ব কেউ ছিল?

আবদুস সালাম: না, আমার চিন্তায় এ রকম কেউ ছিল না যিনি আমাকে ইন্সপায়ার্ড [উৎসাহিত] করতে পারেন।

প্রশ্ন: ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগে থেকে কি আপনার বামপন্থী রাজনীতি বিষয়ে পড়াশোনা শুরু হয়েছিল?

আবদুস সালাম: না, না। তখন আমি কিছু গল্পের বই এবং বিভিন্ন প্রবন্ধ পড়া শুরু করেছি মাত্র।

প্রশ্ন: মাধ্যমিকের পর পড়াশোনা কিভাবে এগোল?

আবদুস সালাম: রাজশাহী সরকারি কলেজে যখন আমি ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হই তার পরপরই ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। ফলে যথাসময়ে আমি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিতে পারিনি। ছাত্র রাজনীতি করার কারণেও পরীক্ষা দিতে ব্যর্থ হই। পরে প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছিলাম।

প্রশ্ন: আর উচ্চশিক্ষা?

আবদুস সালাম: আমি তো সে সময় পুরোপুরি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। কোনো পার্টির অধীনে কাজ করতাম না, অথচ আমরা বন্ধুরা ইনডিপেনডেন্টলি মুভ [নিজেদের মতো কাজ করছিলাম] করছিলাম। নতুন উদ্যোগ নতুন পার্টি গড়ার চিন্তাভাবনা তখন প্রবল। আমরা বন্ধুরা মিলে মাসিক পত্রিকা বের

করতাম। এর মধ্য দিয়ে আমরা কয়েকজন সংঘবদ্ধ হয়েছিলাম। আমাদের সংগঠনের নাম ছিল পূর্ব বাংলা মার্কসবাদী লেখক সংঘ। আর মার্কসবাদী লেখক সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিল প্রগতিশীল ছাত্রমৈত্রী। ভিতরের সংগঠন ছিল বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক সম্মেলন। [শোষোক্ত] এ সংগঠনটি করেছিলাম ইনডিপেনডেন্টলি পার্টি গড়ার উদ্যোগ নিয়ে। উদ্দেশ্য ছিল একটি ওয়ার্কিং ক্লাশ [শ্রমজীবী শ্রেণির] পার্টি করতে হবে। সমসাময়িক রাজনীতিতে আমরা বামপন্থী মাইতি গ্রুপ নামে পরিচিত ছিলাম। [গ্রুপের প্রধান নেতা আবদুল মালেকের ছদ্মনাম ছিল মাইতি]

১৯৬৮-৬৯ সালে আমরা এগারো দফা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি। জেলা ছাত্র সংগ্রাম কমিটির সদস্য ছিলাম আমি। ১৯৬৮ সালে মাওলানা ভাসানীর কৃষক আন্দোলনে যুক্ত হই। কৃষক সমিতির কাজ করতে থাকি। পরে যখন ১৯৭১ সালে যুদ্ধ শুরু হল, তখন আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। সে সময় আমাদের বক্তব্য ছিল যে, দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো লড়াইয়ের যে রণকৌশল নির্ধারণ করেছিল তা সঠিক না। তারা শ্রেণি সংগ্রামকে প্রধান দ্বন্দ্ব বলছিল। আমরা বলছিলাম শ্রেণি সংগ্রাম প্রধান নয়, জাতি সংগ্রাম প্রধান। এটা জাতীয় মুক্তির ফেজ (পর্যায়)। পূর্ববাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের জন্য পাকিস্তানি পাঞ্জাবী শাসকগোষ্ঠী ও সামরিক আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইটা করতে হবে। এটা ছিল আমাদের বক্তব্য। দেখা গেছে অন্যান্য পার্টির শ্রেণি সংগ্রাম, আধা-সামন্তবাদ, আধা-উপনিবেশবাদ ইত্যাদি যেসব তত্ত্ব ছিল, অধিকাংশ সময় সেসব তত্ত্বের সঙ্গে কাজের সম্পর্ক ছিল না। অধিকাংশ কমিউনিস্ট পার্টির গণসংগঠন এবং গণসংগ্রাম বর্জন করে প্রথমে আন্ডারগ্রাউন্ডে এবং পরে সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে চলে যাওয়াকে -- এই ব্যাপারগুলোকে আমি পদ্ধতিগতভাবে সঠিক মনে করিনি। ফলে ইনডিপেনডেন্টলি সংগ্রামের একটি প্রক্রিয়া আমি চালু করেছিলাম। এবং ওই প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়েই আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা হয়।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে আমাদের নিজস্ব এলাকা ছিল। আমরা ইন্ডিয়া যাইনি। স্বাধীনভাবে যুদ্ধ করেছি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই। এরই মধ্যে আমাদের গ্রুপ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। যুদ্ধে অনেকে মারা গিয়েছিল। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। ফলে

সংগঠন হিসেবে আর কিছু থাকল না। আমার সঙ্গে আরো কয়েকজন ছিল। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা অন্য দলের সঙ্গে চলে গিয়েছিল। পরে আমি লেখাপড়া করার জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই।

১৯৭৩ সালে আমি ভর্তি হয়েছিলাম জুরিসপ্রুডেন্স বিভাগে। এ বিষয়েই আমি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করি। ১৯৭৩ সাল থেকেই আমি জাতীয় ছাত্রদল গঠনের প্রক্রিয়ার সাথে আমি যুক্ত হই। কনভেনশনের মধ্য দিয়ে আমি জাতীয় ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হই। সে সময় ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে ওই কনভেনশন হয়েছিল। জাতীয় ছাত্রদল ভাসানী ন্যাপের সাথে যুক্ত ছিল। সংগঠনটি ন্যাপের ছাত্র সংগঠন হিসেবে কাজ করত। এ-ই ছিল মোটামুটি আমার ছাত্রজীবনের রাজনীতিক সম্পর্ক। সে সময় আমি শুধু ছাত্র রাজনীতি নয় বরং জাতীয় রাজনীতির সাথেও জড়িয়ে পড়েছিলাম।

প্রশ্ন: ছাত্র রাজনীতি করা অবস্থায় পরিবার থেকে কী রকম সহযোগিতা বা প্রতিকূলতা পেয়েছিলেন?

আবদুস সালাম: সরাসরি কোনো সহযোগিতা বা উৎসাহ আমি পরিবার থেকে পাইনি। আবার কোনো বাধাও পাইনি। আমাকে ইনডিপেনডেন্টলি মুভ করতে হয়েছে। লেখাপড়ার খরচ নিজেকেই বহন করতে হয়েছে। বাড়ি থেকে দিতে চেয়েছে, কিন্তু নিইনি। নিইনি এ চিন্তা থেকে যে, যেহেতু আমি [ভবিষ্যতে রাজনীতি করার কারণে] তাদের জন্য কিছুই করতে পারব না, সেহেতু আমি আমার পড়ার খরচ পরিবার থেকে নিইনি। ফলে আমি নিজ আয়োজনে লেখাপড়া করেছি। নিজে সব করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু পরিবারের সঙ্গে সবসময় আমার সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। এখনও আমার ভাই-বোনেরা আমার কাজ, আমার রাজনীতিকে সমর্থন করে। আমার পিতাও সমর্থন করতেন। হয়ত তাদের দুঃখবোধ ছিল যে আমি তাদের জন্য কিছু করতে পারতাম, কিন্তু তাদের জন্য আমি কিছুই করিনি। এজন্য আমার মধ্যে কোনো আক্ষেপ নেই। আমার কথা হলো, আমি তো বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করছি। আমি মনে করি এটা করার জন্য আমার জন্ম হয়েছে ।

কোনো দিন চাকরি বা ব্যবসা করার কথা চিন্তা করিনি। কেউ জিজ্ঞেস করলে [ঠাট্টা করে] বলতাম যে, আমার জন্ম হয়েছে চাকরি দেওয়ার জন্য, চাকরি করার জন্য নয়। [হাসি] যদিও এখন পর্যন্ত আমি কাউকে চাকরি দিতে পারিনি। [আবার হাসি] চাকরি দিতে হলে তো আগে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে হবে। রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য আমদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ করতে না পারায় আজ এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আর আমরাও যে নীতি বা রাজনীতির ভিত্তিতে অগ্রসর হতে চেয়েছিলাম, তা বিভিন্ন কারণে, বিরূপ পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গিয়ে তারও কোনো অগ্রগতি হয়নি। এটাকে এক ধরনের আত্মসমালোচনা বলা যেতে পারে। যেটা হওয়া দরকার ছিল, যা করা দরকার ছিল, সেটা করতে হবে ফলে। আই এ্যাম নট সেটিসফাইড উইথ মাই পাস্ট এক্টিভিটি অ্যান্ড মাই পলিটিকস [আমি আমার অতীত চর্চা এবং রাজনীতি নিয়ে সন্তুষ্ট নই।]